W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 129/ WBHRC/SMC/2018

Date: 10. 10. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Bartaman,' a Bengali daily dated 10.10.2018, the news item is captioned ' যৌন হেনস্তার অভিযোগ ঢাকুরিয়ার স্কুলে তুলকালাম'.

Deputy Commissioner of Police, South East Division is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 16th November , 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

10/10/18
(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

যৌন হেনস্তার অভিযোগ ঢাকুরিয়ার স্কুলে তুলকালাম

বিক্ষোভ • ধস্তাধস্তি • লাঠি • ধৃত অভিযুক্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ফের শহরের স্কুলে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় উত্তাল হল এলাকা। গত মাসে বন্‌ধের দিন ঢাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্লস স্কুলের প্রাক প্রাথমিকের এক ছাত্রীকে এক শিক্ষক যৌন নির্যাতন করেছেন। এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকাল থেকেই স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবক এবং স্থানীয়রা। স্কুলে ভাঙচুর চালানো হয়। বাধা দিতে এলে পুলিসকেও মারধর করা হয়, ইট ছোঁড়া হয়। পুলিস পাল্টা লাঠিচার্জ করলে এক মহিলার মাথা ফেটেছে। এই ঘটনায় তিন পুলিসকর্মীও জখম হয়েছেন। এক শিক্ষিকাকেও মারধর করেন অভিভাবকরা। তিনিও আহত হয়েছেন। অভিযুক্ত শিক্ষক দীপক কর্মকারকে গ্রেপ্তার করেছে লেক থানার পুলিস। তাঁকে স্কুল থেকেও সাসপেন্ড

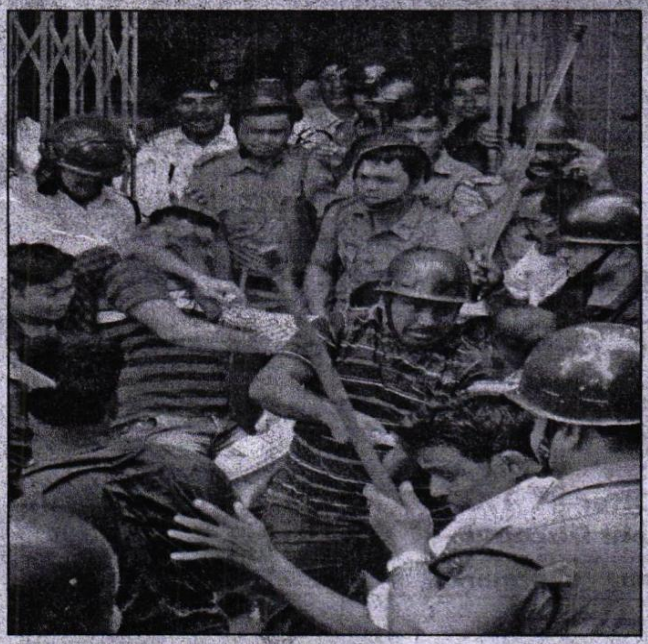

করা হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্কুলে আসতে পারবেন না। তবে, আজ থেকেই স্কুলে স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরু হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেছেন বলে খবর। রাতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষাদপ্তর ঘটনার তদন্ত করবে। স্কুলের থেকেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। স্কুলে ভাঙচুরে কোনও বহিরাগত যুক্ত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে।

শিশুটির মা জানিয়েছেন, ২৬ সেপ্টেম্বর বিজেপির ডাকা বন্‌ধের দিন স্কুলে গিয়েছিল আমার মেয়ে। সেদিন স্কুলে খুব কম ছাত্রীই এসেছিল। মায়ের অভিযোগ, ওই শিক্ষক তাঁর মেয়েকে দোতলার ১০ নম্বর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে শাসন করার নামে মারধর করে। তারপর আটকে রেখে তার শ্লীলতাহানি করেন। সেদিন বাড়ি ফিরে মেয়েটি তার মাকে জানালে তিনি পাত্তা দেননি। মনমরা ছাত্রীটি দু'দিনের মাথায় জ্বরে কাবু হয়। তখন জিজ্ঞাসা করায় সে সব খুলে বলে। কিন্তু এতদিন পরে বিক্ষোভ কেন? ছাত্রীর মায়ের দাবি, তিনি নিজে ডেঙ্গুতে ভুগছিলেন। তাঁর মেয়েও অসুস্থ ছিল। তাই তিনি এদিন অন্যান্য অভিভাবককে নিয়ে স্কুলে আসেন।

সকাল প্রায় ৮টা থেকেই উত্তপ্ত হতে থাকে স্কুল চত্বর। অভিযুক্ত শিক্ষককে মারধর করতে না পেরে স্কুলেই ভাঙচুর চালানো হয়। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মোটরবাইক সেই শিক্ষকের, এই অনুমানে সেটিকে গুঁড়িয়ে দেয় জনতা। প্রথমে পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে না পেরে পর্যাপ্ত মহিলা কর্মী মোতায়েন করতে পারেনি পুলিস। ওই শিক্ষককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেই পুলিসের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে জনতা। তাণ্ডবের পুরোভাগে ছিলেন মহিলারাই। বাধ্য হয়ে পুরুষ পুলিস কর্মীরাই পরিস্থিতি সামাল দিতে নামেন। ডিসি (সাউথ-ইস্ট) কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পরে পুলিসের বিশাল মহিলা বাহিনী এলে তাঁরা অভিভাবকদের ব্যঙ্গের মুখে পড়েন। পুলিসকে মারধর করার অভিযোগে যে চারজনকে আটক করা হয়, তাঁদের ছাড়ার জন্য তদ্বির শুরু করেন স্থানীয়রা। তবে, শেষ পর্যন্ত স্কুলশিক্ষা দপ্তর, স্কুল কর্তৃপক্ষ, পুলিস এবং অভিভাবকদের একাংশের বৈঠক হয়। সেখানে ঠিক হয়, স্কুল চালু হবে বুধবার থেকেই। প্রধান শিক্ষিকা তা নোটিস আকারে প্রকাশ করেন। তবে সুরক্ষায় পুলিস থাকবে। প্রধান শিক্ষিকা দীপান্বিতা রায় বলেন, ২৬ সেপ্টেম্বরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কোনও অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, দোতলার যে ১০ নম্বর ঘরের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে সিসিটিভি নেই ঠিকই। কিন্তু সেখানে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অন্য পড়ুয়া এবং শিক্ষকরা থাকেন। সেখানে নিয়ে গিয়ে এরকম একটি ঘটনা ঘটালে, তা কারও না কারও চোখে পড়ত। অভিভাবকরা স্কুলেও কোনও অভিযোগও জানাননি। বিভিন্ন স্কুলের অভিভাবকদের নিয়ে তৈরি মঞ্চ গার্জিয়ানস ফোরামের তরফে আহ্বায়ক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শহরজুড়ে এ ধরনের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি হয়নি। অভিভাবকদের উপর পুলিসের লাঠিচার্জের নিন্দা করেন তিনি। একইসঙ্গে দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তিরও দাবি জানান।

• *স্কুলের গেটে পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। -নিজস্ব চিত্র*